

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, প্রধান বিচারপতি
বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান
বিচারপতি জনাব এম.ইনায়েতুর রহিম

সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং ৫১ / ২০২২

(হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ১০০৭৫/২০২১ এর ০৮.১১.২০২১ খ্রি.
তারিখের রায় ও আদেশ হতে উদ্ধৃত)

সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং অন্য
একজন ----- পিটিশনারগণ

-বনাম-

সুধাংশু শেখর ভদ্র এবং অন্যান্য

----- রেসপনডেন্টগণ

পিটিশনারগণের পক্ষে

ঃ জনাব এ.এম. আমিন উদ্দিন, সিনিয়র এডভোকেট।
জনাব সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, এডভোকেট-অন-রেকর্ড
এর নির্দেশনায়।

রেসপনডেন্টগণের পক্ষে

ঃ জনাব প্রবীর নিয়োগী, সিনিয়র এডভোকেট সঙ্গে জনাব
মুরাদ রেজা, সিনিয়র এডভোকেট।
জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, এডভোকেট-অন-রেকর্ড এর
নির্দেশনায়।

শুনানী ও রায়ের তারিখ

ঃ ০৭ মার্চ ২০২২ খ্রি.

রায়

ওবায়দুল হাসান, বিচারপতি. অত্র সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল (সিপিএলএ)টি হাইকোর্ট
বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক বিগত ০৮.১১.২০২১ খ্রি. তারিখে রিট পিটিশন নং
১০০৭৫/২০২১ তে তর্কিত মেমো নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০১৬.১৯.২৫৬, তারিখ
২৪.১০.২০২১ খ্রি. (সংযুক্তি-I) এর কার্যক্রম স্থগিত করা সংক্রান্ত প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে
দায়ের করা হয়েছে।

রিট পিটিশনার ও অত্র মামলার ১ নং রেসপনডেন্ট রিট পিটিশন নং ১০০৭৫/২০২১

দায়েরের মাধ্যমে ৪ নং রেসপনডেন্ট এর স্বাক্ষরে মেমো নং

১৪.০০.০০০০.০০৬.৯৯.০০৬.২১.০৭, ০৬.০১.২০২১ খ্রি. তারিখ মূলে ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। উক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রিট পিটিশনার ও অত্র মামলার ১ নং রেসপনডেন্টকে সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ এর ৪৩(১) ধারানুযায়ী অবসর পরবর্তী ছুটি (পিআরএল) ও সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ এ প্রদত্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি মঞ্জুর ব্যতীত অতিরিক্ত মহা-পরিচালক (গ্রেড-২) হতে অবসর প্রদান করা হয়। এছাড়া ৪ নং রেসপনডেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত মেমো নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০১৬.১৯.২৫৬, ২৪.১০.২০২১ খ্রি. তারিখ এর মাধ্যমে রিট পিটিশনার ও অত্র মামলার ১ নং রেসপনডেন্টকে বিএস আর, পার্ট-১ এর রুল ২৪৭ অনুযায়ী তার প্রাপ্য পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি হতে পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী আইন অনুযায়ী কেন ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে না তৎমর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা সংক্রান্ত বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। উক্ত রিটে রিট পিটিশনার ও অত্র মামলার ১ নং রেসপনডেন্টকে ০৯.০১.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ০৮.০১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য সকল সুবিধাদি সহ পিআরএল মঞ্জুর করা এবং স্বাভাবিক নিয়মে অবসরে গমনের বিষয়ে রিট রেসপনডেন্টগণের প্রতি নির্দেশনা প্রার্থনা করা হয়েছিল।

যে বিষয়াবলীর প্রেক্ষিতে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল তা হলো রিট পিটিশনার ও অত্র মামলার ১ নং রেসপনডেন্ট ১৯৮৫ সালে বিসিএস (পোস্ট) ক্যাডার এ উত্তীর্ণ হবার পর তাকে সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল কাম পোস্ট মাস্টার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল এবং তিনি ডাক অধিদপ্তরে যোগদান করেছিলেন। তিনি ৩১.০৩.২০১৩ খ্রি. তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-৩) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং তাকে ১৪.১২.২০১৭ খ্রি. তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২) পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং পরে ২৭.০২.২০১৯ খ্রি. তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২) পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্ট জ্যেষ্ঠ ও দক্ষ কর্মকর্তা হওয়ায় তার প্রশংসা পূর্বক তাকে মহাপরিচালক পদে পদায়নের জন্য ডাক অধিদপ্তরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার মন্ডল

১৩.০৩.২০১৯ খ্রি. তারিখে ১ নং রিট রেসপনডেন্ট-১ নং পিটিশনারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর বিগত ০৩.০৪.২০১৯ খ্রি. তারিখে রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্টকে মেমো নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.১১.০০৩.১৯.৮৪, ০৩.০৪.২০১৯ খ্রি. তারিখ মূলে ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তৎমতে রিট পিটিশনার উক্ত পদে যোগদান করেন। রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্ট সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, সততা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বিহীনভাবে মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) পদে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাকে আকস্মিকভাবে ১ নং রিট রেসপনডেন্ট বর্তমান ১ নং পিটিশনার ০৯.১১.২০২০ খ্রি. তারিখের চিঠির মাধ্যমে বিনা কারণে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়ে দেন। এস.এস.সি এর সনদপত্র অনুযায়ী রিট পিটিশনারের জন্ম তারিখ হলো ০৯.০১.১৯৬২ খ্রি. তারিখ এবং তৎমতে সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী তার চাকুরীর বয়স পূর্তিতে এক বৎসরের পিআরএল সহ ০৯.০১.২০২১ খ্রি. তারিখ তার অবসরে যাবার কথা। উক্ত মতে রিট পিটিশনার ২১.১২.২০২০ খ্রি. তারিখ ১ নং রিট রেসপনডেন্ট বর্তমান ১ নং পিটিশনারের নিকট ০৯.০১.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে এক বৎসরের পিআরএল মঞ্জুরের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। রিট পিটিশনারের উক্ত পিআরএলের দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালীন ৪ নং রিট রেসপনডেন্ট ৩০.১২.২০২০ খ্রি. তারিখে রিট পিটিশনারকে ইতোপূর্বের মেমো নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.১১.০০৩.১৯.৮৪, ০৩.০৪.২০১৯ খ্রি. তারিখ মূলে তাকে মহাপরিচালকের বর্তমান দায়িত্ব প্রদান করা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন স্বেচ্ছাচারীভাবে কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত বাতিল করেন এবং রিট পিটিশনারের মহাপরিচালক পদের বর্তমান দায়িত্ব ও বাতিল করা হয়। ৪ নং রিট রেসপনডেন্ট মেমো নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.৯৯.০০১.২১.০৭, ০৬.০১.২০২১ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন মূলে রিট পিটিশনারকে সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ এর ৪৩(১) (ক) ধারা অনুযায়ী অবসর প্রদান করেছিলেন। এমনকি পিআরএল এর দরখাস্ত দাখিলের পরও রিট পিটিশনার ও অত্র মামলার ১

নং রেসপনডেন্টকে অদ্যাবধি সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ এর ৪৭ ধারার বিধান অনুযায়ী কোন পিআরএল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয়নি। রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্টকে সরাসরি অবসর মঞ্জুরের পর রিট রেসপনডেন্টগণ-পিটিশনারগণ তাকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হবার নির্দেশনা প্রদান পূর্বক বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু করেছেন। রিট রেসপনডেন্টগণ রীট পিটিশনারের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাকে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারী আবাসন থেকে উচ্ছেদ করেন এবং দুই দিনের মধ্যে জোরপূর্বক তার সরকারি গাড়ি নিয়ে নেন। রিট রেসপনডেন্টগণ-পিটিশনাররা শান্তিস্বরূপ রিট পিটিশনারের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ কেন আদায় করা হবে না তৎমর্মে ২৪.১০.২০২১ খ্রি. তারিখ কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করেন। অতএব, রিট পিটিশনার কোন বিকল্প ও ফলপ্রসু প্রতিকার না পাওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রিট পিটিশনটি দায়ের করেছেন। যেহেতু রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্ট ০৮.০১.২০২১ খ্রি. তারিখে চাকুরী হতে অবসরে যান সেহেতু প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে তার প্রতিকার পাবার কোন সুযোগ নেই। রিট পিটিশনার যখন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্লানিং) পদে ছিলেন তখন তাকে 'পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি' এর প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি হলো ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারী প্রকল্প সমূহের মধ্যে একটি। উক্ত প্রকল্পটি ২০১৭ সালে সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। কিন্তু একটি স্বার্থবাদী মহল সর্বদা রিট পিটিশনারের বিরুদ্ধে ছিল এবং তারা উক্ত প্রকল্প থেকে কোন আর্থিক সুবিধা হাসিল করতে না পারায় রিট পিটিশনারকে উক্ত প্রকল্প হতে উচ্ছেদের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তাদের নির্দেশে 'দৈনিক ইনকিলাব' নামক একটি জাতীয় পত্রিকায় রিট পিটিশনার এবং উক্ত প্রকল্পের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অপর কতিপয় স্বার্থবাদী গোষ্ঠী উক্ত প্রকল্পে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি

সংঘটিত হয়েছে মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদক অভিযোগের তদন্ত পূর্বক রিট পিটিশনারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত সমাপ্ত করে। তৎমতে ০৯.০৭.২০১৯ খ্রি. তারিখের অফিস আদেশ মূলে দুদক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করে এবং উক্ত বিষয়টি ১ নং রিট রেসপনডেন্ট-১ নং পিটিশনারসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহকে যথাযথভাবে অবগত করানো হয়। কিন্তু দুদক কর্তৃক উক্তরূপ কোন অভিযোগের প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও একটি স্বার্থান্বেষী মহল রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচারমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকেনি। ডাক অধিদপ্তরের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তাদের নির্দেশনায় ‘দৈনিক ইনকিলাব’ পত্রিকায় রিট পিটিশনার সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রিট পিটিশনারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা কার্যক্রম আরম্ভ হয় এবং তার বিরুদ্ধে ১৯.১১.২০২০ খ্রি. তারিখ অর্থাৎ তর্কিত অবসর আদেশের ১ মাস ২০ দিন পূর্বে চার্জশাট ইস্যু করা হয়। কিন্তু ঠিক ঐ দিনই রিট পিটিশনারকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানার কারণে তিনি সক্রিয় দায়িত্বে ছিলেন না, যা বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর রুল ২৪৭ এর সুস্পষ্ট লংঘন। তৎসত্ত্বেও রিট পিটিশনার জবাব দাখিল করেছেন এবং একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তিনি তদন্ত কমিটির সামনে শুনানীর জন্য হাজির হলে সাক্ষীদেরকে জেরা করার জন্য তাকে কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। রিট পিটিশনারকে ০৯.১১.২০২০ খ্রি. তারিখ বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় এবং ২০.১১.২০২০ খ্রি. তারিখ বিভাগীয় ব্যবস্থা কার্যক্রম শুরু হয় যখন তিনি সক্রিয় দায়িত্বে ছিলেন না। অতএব, উক্ত বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা কার্যক্রম শুরুর জন্য বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি প্রয়োজন। কিন্তু রিট রেসপনডেন্টগণ-পিটিশনারগণ কর্তৃক উক্ত আবশ্যিকীয় বিধান অনুসরণ করা হয়নি।

০৬.০১.২০২১ খ্রি. তারিখে রিট পিটিশনারকে ০৮.০১.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকারীতা প্রদান পূর্বক অবসর প্রদান করা হয়। ৪ নং রেসপনডেন্ট ২৪.১০.২০২১ খ্রি. তারিখ রিট পিটিশনারকে কেন ৯২,৮৭,০০,০০০.০০(বিরানব্বই কোটি সাতাশি লক্ষ) টাকার আংশিক বিএসআর, পার্ট-১ এর রুল ২৪৭ অনুযায়ী তাকে প্রদত্ত পেনশন ও গ্রাচুইটি হতে আদায় করা হবে না তৎমর্মে এবং সরকারী অর্থ অপচয় ও রাজস্ব নষ্ট করার জন্য ক্ষতির বাকী অংশ পিডিআর এ্যাক্ট অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা হবেনা তৎমর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ করা হয় যে, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অবহেলা ও অসদাচরনের অভিযোগ সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ এর রুল ৩২ (খ) এবং সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর রুল ৩(খ) ও ৩(গ) (ই) অনুযায়ী প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু ০৮.০১.২০২১ খ্রি. তারিখ তার চাকুরী হতে অবসরের কারণে তাকে কোন শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। রিট পিটিশনার কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তর প্রদানের জন্য সময় প্রার্থনা করেন। রিট রেসপনডেন্টগণ-পিটিশনারগণের অপরাপর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ The Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর ৭ ধারা ও সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পিআরএল ভোগ করেছেন, কিন্তু রিট পিটিশনারকে পিআরএল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান করতে রিট রেসপনডেন্ট-পিটিশনারগণ অস্বীকার করেছেন যা একটি চরম বৈষম্য। অব্যবহিত পূর্ববর্তী ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার মন্ডলকেও নোটিফিকেশন নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.৯৯.০০৩১৯.৬৪, ১১.০৩.২০১৯ খ্রি. তারিখ মূলে পিআরএল মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ০৩.০৪.২০১৯ খ্রি. তারিখ তার অবসরের পর হতে রিট পিটিশনারকে মহাপরিচালক চলতি দায়িত্ব পদে পদায়ন করা হয়। তর্কিত আদেশটি যখন প্রদান করা হয় তখন রিট পিটিশনার বাধ্যতামূলক ছুটিতে ছিলেন এবং ২০.১২.২০২০ খ্রি. তারিখ রিট পিটিশনার আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সহ ০৯.০১.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে এক বৎসরের পিআরএল মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ১ নং রিট রেসপনডেন্ট-১ নং

পিটিশনার রিট পিটিশনারের উক্ত দরখাস্ত বিবেচনা না করে এবং কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতীরেকে তাকে সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ এর ৪৩(১) ধারা অনুযায়ী সরাসরি অবসরে পাঠিয়ে দেন যা সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ এর ৪৭ ধারার লংঘন। অতএব, তর্কিত আদেশটি আইনের আবশ্যকীয় বিধি-বিধান লংঘন করে ইস্যু করা হয় এবং তা স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ ও অসং উদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত।

রেসপনডেন্টের আসল দাবী হলো, ডাক অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারী অফিসের সকল কর্মকতা ও কর্মচারীগণ ২৪৭ ধারা অনুযায়ী পিআরএল ভোগ করে আসছেন। ডাক অধিদপ্তরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার মন্ডলকে ও পিআরএল মঞ্জুর করা হয়েছিল, কিন্তু রিট পিটিশনারের ক্ষেত্রে পিআরএল ও অন্যান্য ভাতাদি অস্বীকার করা হয়েছে। এতে রিট পিটিশনারের প্রতি রিট রেসপনডেন্টগণ-পিটিশনারগণ কর্তৃক বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে। অতএব, পিআরএল ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ অবসরের তর্কিত আদেশটি অবৈধ ও আইনসঙ্গত কর্তৃত্ববিহীন মর্মে ঘোষিত হবার যোগ্য।

রিট পিটিশনটি হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চে শুনানী হলে ০৮.১১.২০২১ খ্রি. তারিখ রুল জারী করা হয় এবং তর্কিত মেমো নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০১৬.১৯.২৫৬, ২৪.১০.২০২১ খ্রি. তারিখ এর কার্যকারীতা স্থগিত করা হয়।

পিটিশনারগণের পক্ষে উপস্থিত জনাব এ.এম. আমিন উদ্দিন বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট হাইকোর্ট বিভাগের ০৮.১১.২০২১ খ্রি. তারিখের আদেশ, নথিতে থাকা অন্যান্য কাগজ পত্রাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক নিবেদন করেন যে, হাইকোর্ট বিভাগ তর্কিত স্থগিতাদেশ প্রদান করে আইনগত ভুল করেছে কারণ রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্ট ডাক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২) হতে অবসর নিয়েছেন যা সরকারী চাকুরীর শর্তাবলীর সাথে সম্পৃক্ত।

The Administrative Tribunals Act, 1980 এর ৪ ধারা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের

চাকুরীতে নিয়োজিত ব্যক্তির পেনশন অধিকারসহ চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্তে অথবা তিনি প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে থাকাবস্থায় তার চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিষয়ে শুনানী ও তা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে। অতএব, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধান রিট পিটিশন নং ১০০৭৫/২০২১ রক্ষণায় নয় বিধায় ০৮.১১.২০২১ খ্রি. তারিখের তর্কিত স্থগিতাদেশটি বাতিল হবার যোগ্য। বিজ্ঞ আইনজীবী Secretary, Ministry of Home Affairs and others –Vs- Sontosh Kumar Saha and others 21 BLC (AD) (2016)94 মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ পূর্বক নিবেদন করেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিয়োজিত ব্যক্তির চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্তে শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত বিষয়টি বিবেচনা না করে তর্কিত আদেশটি প্রদান করেছে।

অন্যদিকে রেসপনডেন্টগণের পক্ষে জনাব প্রবীর নিয়োগী, বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট নিবেদন করেন যে, হাইকোর্ট বিভাগ সঠিকভাবে রুল প্রদান করেছেন এবং ৫ নং রেসপনডেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত মেমো নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০১৬.১৯.২৫৬, তারিখ ২৪.১০.২০২১ খ্রি. স্থগিত করেছে। তিনি Government of Bangladesh, represented by the Secretary Ministry of Social Welfare, Bangladesh Secretariat and others -Vs- Md. Akterun Nabi 71 DLR (AD) (2019) 319 মামলার নজির উল্লেখ পূর্বক নিবেদন করেন যে, যেহেতু রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্ট এর প্রতি কোন নোটিশ প্রদান করা হয় নি এবং তাকে কোন শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়নি এবং রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্টকে অতিরিক্ত দুই বৎসরের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত চাকুরী সংক্রান্ত সুবিধাদি ফেরৎ দিতে নির্দেশ প্রদান করার বিষয়টি স্বাভাবিক ন্যায় বিচার নাতির পরিপন্থী। সর্বোপরি, যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন সেবা প্রদান করেন সে ক্ষেত্রে উক্ত

ব্যক্তির তার প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাবার অধিকার আছে এবং যে ব্যক্তি উক্তরূপ সেবা গ্রহণ করেছেন তার দায়িত্ব তার গৃহীত সেবার জন্য পরিশোধ করা। উক্ত বিষয়ের জবাবে বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল আরো নিবেদন করেন যে, যদি রিট পিটিশনারের কর্তৃপক্ষের উক্ত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থেকে থাকে তা হলে তাকে অবশ্যই প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে। আমরা ৭১ ডিএলআর (এডি) ৩১৯ প্যারা-২৪ তে উল্লিখিত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রীট পিটিশন দায়েরে রক্ষণীয়তা সংক্রান্তে উচ্চ আদালতের নজিরের বিষয়ে বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি নিবেদন করেন যে, উক্ত নজির এর আংশিক The Administrative Tribunals Act, 1980 এর ৪(৩) ধারায় প্রকাশিত আইনের বিধানের পরিপন্থী। সম্ভবতঃ উক্ত ৭১ ডিএলআর (এডি) ৩১৯ এ উল্লিখিত মামলা শুনানীর সময় আইনের হালনাগাদ বিধান আদালতের নজরে আনা হয়নি। যদি উক্ত বিষয়টি আদালতের নজরে আনা হতো তা হলে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হতো না।

আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য বিবেচনা করেছি, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ০৮.১১.২০২১ খ্রি. তারিখের আদেশ, নথিতে থাকা অন্যান্য কাগজ পত্রাদি পর্যালোচনা করেছি।

The Administrative Tribunals Act, 1980 এর ৪ ধারায় উল্লিখিত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র বিষয়ে জানতে পারলে আমরা সকলে উপকৃত হব। উক্ত ৪ ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হল -

“৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার। - (১) প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কোন সংস্থার চাকুরীতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার পেনশনের অধিকারসহ চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কে, অথবা প্রজাতন্ত্রের অথবা সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থার চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্যব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত কোন আবেদনের শুনানী

এবং তদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের একক এখতিয়ার (exclusive jurisdiction) থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কোন সংস্থার কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন যদি তিনি পেনশনের অধিকারসহ চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের কারণে অথবা প্রজাতন্ত্রের অথবা সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থার চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্যব্যবস্থা গ্রহণের কারণে সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কোন সংস্থার চাকুরীর শর্তাবলী বা উক্ত চাকুরী-শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়ে, আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন কোন উর্ধতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত, আদেশ বা কার্যব্যবস্থা রদ (set aside), পরিবর্তন বা সংশোধন হইতে পারে, সেই বিষয় উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তদবিষয়ে কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের নিকট কোন আবেদন করা যাইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শতাংশে (proviso) উল্লিখিত আদেশ, সিদ্ধান্ত বা কার্যব্যবস্থা সংক্রান্ত আপীল বা আবেদন যাহা পুনর্বিবেচনার জন্য উর্ধতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের বা দাখিল করা হইয়াছে, অথচ উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দুই মাসের মধ্যে গৃহীত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে, অনুরূপ সময় অতিক্রান্তের পর, এই ধারার অধীন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন দাখিল করিবার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনের আপীল না মঞ্জুর করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বা কার্যব্যবস্থা গ্রহণ বা প্রদান অথবা ক্ষেত্রমত উক্ত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে কোন আবেদন করা না হইয়া থাকিলে, এইরূপ আবেদন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত হইবে না।

(৩) এই উপ-ধারায় প্রজাতন্ত্রের অথবা সরকারী সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তি বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যাহাকে ইতোমধ্যে চাকুরী হইতে অবসর প্রদান করা হইয়াছে অথবা যিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন অথবা চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারিত বা অব্যাহতি পাইয়াছেন, তবে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বা বাংলাদেশ রাইফেলসের কোন ব্যক্তি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।”

উক্ত আইনের বিধান হতে এটি পর্যাণ্ডভাবে স্পষ্ট যে, যখন প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি পেনশন অধিকারসহ তার চাকুরীর শর্তাবলীর বিষয়ে প্রদত্ত আদেশ অথবা সিদ্ধান্তের দ্বারা অথবা প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে গৃহীত যে কোন কার্যক্রমের মাধ্যমে সংক্ষুব্ধ হন তবে উক্ত বিষয়সমূহের বিচারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালেরই কেবল নিরংকুশ ক্ষমতা রয়েছে। অত্র মামলায় রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্ট The Administrative Tribunals Act, 1980 এর ৪(৩) ধারা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি বিধায় তার চাকুরীর শর্তাবলীর বিষয়ে বিচারের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালেরই একমাত্র নিরংকুশ স্বাধীনতা রয়েছে।

আমরা বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল কর্তৃক ৭১ ডিএলআর (এডি) (২০১৯) ৩১৯ মামলার বরাতে রিট পিটিশন রক্ষণীয়তার বিষয়ে প্রদত্ত বক্তব্যের সারবত্তা খুঁজে পাই। কারণ উক্ত রায়ের প্যারা ২৪ এ একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কর্তৃক রিট পিটিশন দায়ের করা হলে তৎসংক্রান্তে বলা হয়েছে যে, “আমরা অভিমত পোষণ করি যে, হাইকোর্ট বিভাগে যে তর্কিত আদেশ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তা রিট পিটিশনার-১ নং রেসপনডেন্ট এর অবসরের পর প্রদান

করা হয়েছিল বিধায় তাকে প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন মর্মে গণ্য করা হবে না।” উক্ত সিদ্ধান্তটি Syed Abdul Ali –Vs- Secretary, Ministry of Cabinet Affairs, Establishment Division and ors. ৩১ ডিএলআর (এডি) (১৯৭৯) ২৫৬ এ প্রকাশিত সিদ্ধান্তের বরাতে প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত মামলায় রায় ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু ৭১ ডিএলআর (এডি) ৩১৬ এ প্রকাশিত মামলার রায় ২৩ এপ্রিল, ২০১৯ ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৮০ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের বিরতিতে আইনের পরিবর্তন হয়েছে। The Administrative Tribunals Act, 1980 এর ধারা ৪ এর উপধারা ৩ অধ্যাদেশ নং ৫০/১৯৮৪ এর মাধ্যমে ১৯৮৪ সালে সংযুক্ত করা হয়েছিল। যখন ৩১ ডিএলআর (এডি) ২৫৬ তে প্রকাশিত মামলার রায় প্রদান করা হয়েছিল তখন The Administrative Tribunals Act, 1980 এর ধারা ৪ এর উপধারা ৩ এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ৭১ ডিএলআর (এডি) ৩১৯ এ প্রকাশিত মামলার রায় ঘোষণার সময় ধারা ৪ এর উপধারা ৩ কার্যকর হয়েছিল যা বিধিবদ্ধ আইনের বইয়ে স্থান পায়। অতএব, আমরা এই মত অভিমত পোষণ করি যে, ৭১ ডিএলআর (এডি) ৩১৯ এ প্রকাশিত রায়ের আংশিক বিশেষভাবে প্যারা ২৪ এ রিট পিটিশন রক্ষণীয়তার বিষয়ে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত আইনের হালনাগাদ বিধান বিবেচনা না করে প্রদান করা হয় বিধায় উক্ত রায়ের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কর্তৃক রিট পিটিশন দায়েরের ক্ষেত্রে তার রক্ষণীয়তা সংক্রান্তে প্রদত্ত রায় একটি *Per incuriam* judgment.

Per incuriam শব্দের অর্থ কি ? *Per incuriam* এর শাব্দিক অনুবাদ “সতর্কতার অভাবে সংঘটিত” যা কমন ল সিস্টেমের বিচারিক নজিরের মধ্যকার একটি কৌশল। *Per incuriam* সিদ্ধান্ত এর অর্থ হলো যে, আদালতের একটি পূর্বে প্রদত্ত রায় যেখানে সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন বা নজির সমূহ নজরে আনতে ব্যর্থ হয়। একটি রায় *Per incuriam* সিদ্ধান্ত প্রদান করার মাহাত্ম্য হলো যে, এটি সমমানের কোন আদালত কর্তৃক অনুসরণ করার প্রয়োজন

নেই। সাধারণত, কোন রায়ের *Ratio* (মূল নীতি) একই রকম মামলার ক্ষেত্রে অধস্তন সকল আদালতের উপর বাধ্যকর। তবে কোন আদালত যদি যে আদালত *Per incuriam* রায় প্রদান করেছে তার সমমানের হয় তা হলে উক্ত আদালত *Per incuriam* রায় প্রদানকারী আদালতের রায় মান্য না করার ক্ষেত্রে স্বাধীন।

Morelle Ltd. –Vs- Wakeling (1955) 2QB379 মামলায় কোর্ট অব আপীল উল্লেখ করেন যে, “সাধারণ নীতি হিসেবে কোন মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত কেবল তখন *Per incuriam* প্রদান করা হয়েছে মর্মে গণ্য করা উচিত যখন উক্ত সিদ্ধান্ত কিছু বিধিবদ্ধ আইনের বিধান অথবা সংশ্লিষ্ট আদালতের উপর বাধ্যকর কোন নজির এর অজ্ঞতাবশত: অথবা ভুলে যাবার কারণে প্রদান করা হয়। বিষয়টি এমন যে, সিদ্ধান্তের কিছু অংশ অথবা যে যুক্তির উপর ভিত্তি করে উক্ত রায় প্রদান করা হয়েছে তা বাহ্যিকভাবে ভুল সাব্যস্ত করা হয়।”

নজীরের নীতির অধীনে *Per incuriam* এর ব্যতিক্রম দুইভাবে অনুধাবন করা যায়। *Per incuriam* অর্থ অসাবধানতা, যদিও কার্যত এটিকে *Per ignoratum* অর্থাৎ আইনের অজ্ঞতা হিসেবে বুঝানো হয়। যখন আদালত আইন না জেনে রায় প্রদান করতে যায় তখন উক্ত সিদ্ধান্ত *Per incuriam* ধারণার অধীনে পড়ে এবং তা মানা বাধ্যতামূলক নয়।

2015 SCC (189) তে প্রকাশিত *Hyder Consulting (UK) Limited Vs- Governor, State of Orissa* মামলায় মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ রায় প্রদান করেন যে, একটি সিদ্ধান্তকে *Per incuriam* প্রদান করা হয়েছে বলা যেতে পারে তখনই যখন কোর্ট অব রেকর্ড তার পূর্বে প্রদত্ত নিজস্ব সিদ্ধান্তের অজান্তে কাজ করে অথবা কোন অধস্তন আদালত কোর্ট অব রেকর্ডের কোন সিদ্ধান্ত না জেনে কাজ করে থাকে। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত *Per incuriam* রায়ের ক্ষেত্রে এটা বলা যাবে না যে, সুপ্রীম কোর্ট কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে “আইন ঘোষণা করেছে যদি সুপ্রীম কোর্ট তার প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট আইন যথাযথভাবে বিবেচনা করে না থাকেন।”

Dr. Shah Faesal and others –Vs- Union of India and another
মামলায় ইন্ডিয়ান সুপ্রীম কোর্ট রিট পিটিশন (সিভিল) নং ১০৯৯/২০১৯ সংক্রান্তে
০২.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখ রায় ঘোষণা করে। উক্ত মামলায় মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ এই রায়
প্রদান করেন যে “একটি সিদ্ধান্ত বা রায় *Per incuriam* ও হতে পারে যদি তার *Ratio*
(মূলনীতি) টি সমমানের বা লার্জার বেঞ্চার ইতোপূর্বে ঘোষিত রায়ের মূলনীতির সাথে সমন্বয়
সাধন না করে অথবা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অত্র আদালতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না
হয়। এটি অতিসত্বর স্পষ্ট করা আবশ্যিক যে, *Per incuriam* নীতি কঠোরভাবে ও
সঠিকভাবে *Ratio decidendi* (সিদ্ধান্তের মূলনীতি) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিন্তু *Obiter*
dicta (মন্তব্য) এর ক্ষেত্রে নয়।”

যখন *Per incuriam* রায়ের সমস্যার উদ্ভব ঘটে তা কোন জটিলতা সৃষ্টি করবে না
এই কারণে যে, যে ক্ষেত্রে দই বা ততোধিক অত্র আদালতের পূর্বের রায় একত্রে বহাল থাকতে না
পারে সেক্ষেত্রে অত্র আদালত নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। যেহেতু, ৭১ ডিএলআর
(এডি) ৩১৯ তে প্রকাশিত রায় হালনাগাদ বিধিবদ্ধ আইনের বিধান অর্থ্যাৎ The
Administrative Tribunals Act, 1980 এর ৪(৩) ধারা বিবেচনা না করে প্রদান করা
হয়েছে, উক্ত রায়টি একটি *Per incuriam* রায়। Dr. Shah Faesal and others –
Vs- Union of India and another মামলায় রিট পিটিশন (সিভিল) নং ১০৯৯/২০১৯
সংক্রান্তে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী যেহেতু এটি অত্র আদালতের অবগতিতে এসেছে যে, The
Administrative Tribunals Act, 1980 এর ৪(৩) ধারা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ আইন
সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ৭১ ডিএলআর (এডি) ৩১৯ তে প্রকাশিত রায়টি প্রদান করা হয়েছে,
তাই উক্ত বিষয়টি অত্র আদালতের আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা এই মর্মে
অভিমত পোষণ করি যা স্পষ্ট করা অত্র আদালতের দায়িত্ব যে, যদি কোন রায় সমমানের কোন

আদালত কর্তৃক অসাবধানতা বশতঃ অথবা কোন বিধিবদ্ধ আইনের বিধান অথবা পূর্বের রায় বিবেচনায় না নেয়ার কারণে প্রদান করা হয়, তবে উক্ত ভুল সংশোধন করা আবশ্যিক।

আমরা এই অভিমত ব্যক্ত করি যে, ৭১ ডিএলআর(এডি) ৩১৯ তে প্রকাশিত Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Social Welfare, Bangladesh Secretariat and others Vs- Md. Akterun Nabi মামলার রায়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কর্তৃক রিট পিটিশন রক্ষণীয়তা সংক্রান্তে ঘোষিত *Ratio* (মূলনীতি) অত্র মামলায় প্রযোজ্য নয়, কারণ উক্ত রায়টি *Per incuriam* ঘোষণা করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে অনেক মামলায় এই মর্মে রায় প্রদান করা হয় যে, *Per incuriam* রায় সমমানের কোন আদালত এমনকি অধস্তন আদালত কর্তৃকও অনুসরণ না করা উচিত। আমরা উক্তরূপ নীতি হুবহু অনুসরণ করতে অপারগ। কারণ সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগ ও সকল অধস্তন আদালতের উপর এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত রায় অপরাপর অধস্তন আদালতের উপর বাধ্যকর। ৪ বিএলসি (এডি) ৮৫ তে প্রকাশিত Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) –Vs- Abdul Berek Dewan being dead his heirs Bali Begum and others মামলার রায়ে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ উল্লেখ করেন যে, “*Per incuriam* শব্দটি একটি ল্যাটিন অভিব্যক্তি। এর অর্থ অসাবধানতার মধ্য দিয়ে। একটি সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ *Per incuriam* প্রদান করা হয়েছে তখনই বলা হবে যখন আদালত তার পূর্বে প্রদত্ত নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ কাজ করে অথবা যখন হাইকোর্টে বিভাগ আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত সংক্রান্তে অজ্ঞতাবশতঃ কাজ করে। [Punjab Land Development and Reclamation Corporation Ltd. –Vs- Presiding Officer, Labour Court, 1990(3) SCC, 685 (705) দ্রষ্টব্য] এমন কোন কিছু দেখানো যায়নি যে, আপীল বিভাগ

উক্ত মামলাটি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে পূর্বে প্রদত্ত নিজস্ব সিদ্ধান্ত এড়িয়ে গেছে। সুতরাং হাইকোর্টে বিভাগের এটি বলার স্বাধীনতা নেই যে, তা *Per incuriam* প্রদান করা হয়েছে। এমনকি বিষয়টি যদি *Per incuriam* ও হত তা সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদের আলোকে এড়িয়ে যাওয়া যেত না। উক্ত অনুচ্ছেদে নজীরের মতবাদকে একটি আইনের নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদে অত্র আদালত কর্তৃক প্রণীত আইন সকল নিম্ন আদালত কর্তৃক মেনে চলার বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত আইনের বিধান ছাড়াও বিচারিক শৃংখলা এটাই নির্দেশনা দেয় যে, হাইকোর্ট বিভাগ আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত অবশ্যই অনুসরণ করবে এবং নিম্নস্তরের আদালত কর্তৃক উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকে বাধ্যকর নজির হিসেবে গহণ করা আবশ্যিক। এই দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে *Cassell & Co. Ltd. -Vs- Broome and another (1972) AC 1027* মামলায় দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। উক্ত মামলায় লর্ড চ্যাম্পেলর Lord Hailsham of St. Marylebone বলেন, “যে বিষয়টি আমি আশা করি পূনরায় বলা প্রয়োজন হবে না তা হলো এই দেশে বিদ্যমান আদালতের অনুক্রমিক বা ক্রমস্তর পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতিটি আপীল আদালতসহ নিম্নস্তরের আদালতকে উর্ধতন স্তরের আদালতের সিদ্ধান্তকে আনুগত্য সহকারে মেনে নেয়া প্রয়োজন।”

সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদের বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

“আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্টে বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে।”

৪ বিএলসি (এডি) ৮৫ তে প্রকাশিত রায়ের আলোকে, যদি আপীল বিভাগ কোন রায় ঘোষণা করে তা হলে সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ এটি বলতে পারবে না যে, রায়টি *Per incuriam*। প্রাথমিকভাবে হাইকোর্ট বিভাগ রায়টি হুবহু অনুসরণ

করবে, তবে উক্ত পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত বিষয় সংক্রান্তে মাননীয় প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকষণ করতে পারবে। অন্যদিকে, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত রায়ের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের *Per incuriam* যুক্তিতে রায়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই। তবে পক্ষগণ আপীল দায়েরের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে পারেন।

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে এবং নথিতে থাকা অন্যান্য কাগজপত্রাদি বিবেচনা পূর্বক আমরা এই অভিমত ব্যক্ত করি যে, হাইকোর্ট বিভাগ রুল ইস্যু করে এবং ২৪.১০.২০২১ খ্রি. তারিখ এর তর্কিত মেমো নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০১৬.২৭.০১৬.১৯.২৫৬ এর কার্যকারিতা স্থগিত পূর্বক আদেশ প্রদান করে বেআইনী কাজ করেছে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে আমরা পিটিশনারগণের পক্ষে অত্র মামলায় উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট জনাব এ.এম. আমিন উদ্দীন কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে সারবত্তা খুঁজে পাই বিধায় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত রুল খারিজযোগ্য।

অতএব, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ০৮.১১.২০২১ খ্রি. তারিখ ইস্যুকৃত রুল খারিজ করা হল। তবে ১ নং রেসপনডেন্টকে জবাব দাখিলের সুযোগ দিয়ে নতুনভাবে তার প্রতি নোটিশ প্রদান পূর্বক আইন অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য পিটিশনারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

তদানুসারে, অত্র সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীলটি নিষ্পত্তি করা হল।

সিজে.

জে.

জে.